দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 23 APR 2012
পৃষ্ঠা … কলাম …

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল

শর্ত পূরণ না করায় দেশের ৩২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আপাতত নতুন কোন কোর্স, প্রোগ্রাম, ইনস্টিটিউট ও অনুষদ খোলার অনুমতি বন্ধ রাখা হয়েছে। যৌক্তিক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ দিনেও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপিত না হওয়ার কারণে সরকার এ পদক্ষেপ নিয়েছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, যখনই কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাবে তখনই তার উপর নিষেধাজ্ঞা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়ে যাবে। কাউকে শাস্তি প্রদান নয়, তবে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা সরকারের লক্ষ্য। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, এশিয়া তথা গোটা বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ যারা উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বর্তমানে বিশ লাখ শিক্ষার্থীর জায়গা ও সুযোগ করে দিয়েছে। এসব শিক্ষার্থীকে যদি মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হতে বেশি দিন লাগবে না। তিনি আরও মনে করেন, উচ্চশিক্ষার মানের সাথে কোন আপোষ নয়। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শর্ত পূরণ করবে না, তাদের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন করতে হবে।

দেশে উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিত করা, শিক্ষাবর্ষ সংরক্ষণ এবং অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে সুযোগ করে দেয়ার বিবেচনায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। বিশ্বে অনেক নামকরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যাদের সনদ, গবেষণার আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। মানের দিক থেকে বাংলাদেশেও দুয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, দেশে বর্তমানে অর্ধশতাধিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং শিক্ষা ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষা নিয়ে কারো কারো সনদ বাণিজ্যের অভিযোগও নতুন নয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক এবং যোগ্য স্থায়ী শিক্ষকের অভাবের কথাও সত্যি। এই বাস্তবতায় মুদি দোকানের মতো যেখানে সেখানে ক্যাম্পাস খুলে কোথাও কোথাও কলেজ শিক্ষক এবং কোথাও কোথাও স্কুল শিক্ষক দিয়ে পাঠদানের মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। জুতার দোকান, গার্মেন্টস, রেস্তোরাঁ, শপিংমলের উপর ঢাকার অলি-গলিতে একটি পরিবারের বসবাসের অযোগ্য এমন সব ফ্লোরে রয়েছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। হাতে গোনা কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করলেও তারা ভাড়াকরা শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসব শিক্ষকদের নিয়ে আসার ফলে বিরূপ প্রভাব পড়ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর। ফলে তারাও মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ, কাজে ফাঁকি দিয়েই মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, প্রয়োজনীয় যোগ্য, দক্ষ শিক্ষক, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরী ভবন, নিজস্ব ক্যাম্পাস এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ না থাকলে কোন অবস্থাতেই মানসম্মত শিক্ষা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে এমন অনেক প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুল এবং কলেজও রয়েছে যাদের নিজস্ব ভবন ও ক্যাম্পাস আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা এ ধরনের অনিয়ম যে কোন বিবেচনাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১৯৯২ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। ১৯৯৮ সালে এতে সামান্য সংশোধনী আনা হয়। এই আইনের অধীনে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশে মোট ৫৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে স্থাপনের সাময়িক অনুমতি নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। গুণগত মান রক্ষায় ব্যর্থতার কারণে ২০০৬ সালে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিলও করা হয়েছিল। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তখন শিক্ষার মান নিশ্চিতে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য শর্তপূরণের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, শর্ত ভঙ্গ করে চলা চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক ক'টি টাকার কুমিরে পরিণত হয়েছে বলে ইউজিসি ও দুর্নীতিদমন কমিশনের রিপোর্টে উঠে এসেছে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না, উচ্চহারে টিউশন ফি গ্রহণ এবং শিক্ষাবাণিজ্যের কারণেই এমনটা হওয়া সম্ভব হয়েছে। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, সুনির্দিষ্টভাবে সরকারের পক্ষ থেকে শর্তপূরণে আলটিমেটাম দেয়ার পরেও কেন এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। শিক্ষাকে বাণিজ্য হিসেবে গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। এ জন্য ছাড় দেয়ারও কোন অবকাশ নেই। অন্যান্য সেক্টরের মতো এখানে দুর্বৃত্তায়নের অর্থ হচ্ছে জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিদ্যমান পরিস্থিতি যেহেতু কোন বিবেচনাতেই শিক্ষামানের ও শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য কল্যাণকর নয়, তাই পরিস্থিতি উত্তরণে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।